প্রকল্প সারসংক্ষেপ

১। প্রকল্পের নাম ঃ কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম পর্যায়) ১ম সংশোধিত

২। (ক) মন্ত্রণালয় ঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(খ) সংস্থা ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)

৩। প্রকল্পের পটভূমি ঃ

বাঁকখালী নদীটি বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার পাহাড়ি অঞ্চল হতে উৎপত্তি হয়ে আকাঁবাঁকা পথে কক্সবাজার জেলায় (বঙ্গোপসাগরের) মহেশখালী চ্যানেলে পতিত হয়েছে। নদীটির দুপার্শ্বে পাহাড়ী অংশে জুম চাষের মাধ্যমে ফসল ফলানো হয়। যার ফলে প্রচুর পলি পাহাড়ি ঝরনা দিয়ে নদীটিতে পতিত হয়। দীর্ঘদিন এভাবে পলি পড়তে থাকায় তলদেশ ভরাট হয়ে নদীটির নাব্যতা হ্রাস পেতে থাকে। এরফলে নদীর তীর ভাঙ্গানের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় প্রতি বর্ষায় মৌসুমে নদীর তীর উপচিয়ে কৃষি জমি সহ মানুষের বসত বাড়ীর প্রভূত ক্ষতি সাধন হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৩-০৪-২০১১খ্রিঃ তারিখে কক্সবাজার জেলা সফরকালে এক জনসভায় বাঁকখালী নদীর অববাহিকায় অবস্থিত জনগনের দুঃখ-দুর্দশার কথা বিবেচনা করে উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য উপস্থিত জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দেন। উক্ত নির্দেশার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরুপঃ

১। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জলাবদ্ধার নিরসন।
২। বাঁকখালী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নৌ চলাচলের পথ সুগম করা এবং দূর্যোগপূর্ণ মূহুর্তে সাগরের জেলে নৌকা/ট্রলার এর নিরাপদ অবস্থানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পোতাশ্রয় হিসেবে বাঁকখালী নদী ব্যবহার করা।
৩। নদী ভাঙ্গানের হাত হতে ঘর-বাড়ী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি রক্ষা করা।

৫। প্রকল্প এলাকা ঃ

নির্বাচনী এলাকা	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
২৯৬ কক্সবাজার -০৩	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর ও রামু

৬। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ লক্ষ টাকায়

ডিপিপি	অনুমোদনের তারিখ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
সংশোধিত	১৩/০৬/২০১৯	১৯৫৪৩.৯৫	-	১৯৫৪৩.৯৫

৭। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ঃ

ডিপিপি	আরম্ভ	সমাপ্তি
সংশোধিত	১ আগষ্ট ২০১৬	৩০ জুন ২০২১

৮। প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)ঃ লক্ষ টাকায়

ক্রমিক	প্রধান অঙ্গসমূহ (ডিপিপি অনুযায়ী)	পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের অনুকূলে চূড়ান্ত ব্যয়
১	বাঁকখালী নদী ড্রেজিং	২৮.৫০০ কিঃমিঃ	৯৪৩৯.৪১	৫৬১৬.৮৬
২	নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ	৪.৬৫০ কিঃমিঃ	৯০৭৯.৫০	৮৪০৯.০২
৩	অন্যান্য (জমি অধিগ্রহণ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি)		১০২৫.০৪	৪৫৪.৮৫
	মোট		১৯৫৪৩.৯৫	১৪৪৮০.৭৩

৯। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (জুন/২১) ঃ লক্ষ টাকায়

আর্থিক	১৪৪৮০.৭৩
ভৌত	৯২.০০%

১০। প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ

প্রকল্পের ভৌত কাজ শুরু হয় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে। বিগত ২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্যন্ত ড্রেজিং কাজ ১৫.৩৬ কিঃমিঃ, প্রতিরক্ষা মূলক কাজ ১.৩১৫ কিঃমিঃ ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করা হয় (অর্থ ব্যয় হয় ৮০০০.৭৭ লক্ষ টাকা)। শুধু বিগত ২০২০-২১ অর্থ বছরে ড্রেজিং কাজ ১০.৬৪ কিঃমিঃ, প্রতিরক্ষা মূলক কাজ ৩.৩৩৫ কিঃমিঃ ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করা হয় (অর্থ ব্যয় হয় ৬৪৭৯.৯৪ লক্ষ টাকা)। এ পর্যায়ে ড্রেজিং কাজের ২৮.৫০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ২৬.০০ কিঃমিঃ এবং প্রতিরক্ষা মূলক কাজটির বাস্তবায়ন শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ড্রেজিং কাজের সর্বউজানে বিদ্যমান পাহাড় ধ্বসের আশংকায় কারিগরি কমিটির মতামতের ভিত্তিতে ২.৫০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় অধিক ঝুকিপূর্ণ ভাঙন কবলিত অংশগুলো সুরক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া, ড্রেজিং কাজ সম্পাদনের ফলে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্যার প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারি নির্দেশনার আলোকে জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে বাকখালী নদীতে ড্রেজিংকৃত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল বিক্রয় করে ৫১৯.৮০ লক্ষ টাকা (ভ্যাটসহ) রাজস্ব হিসেবে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

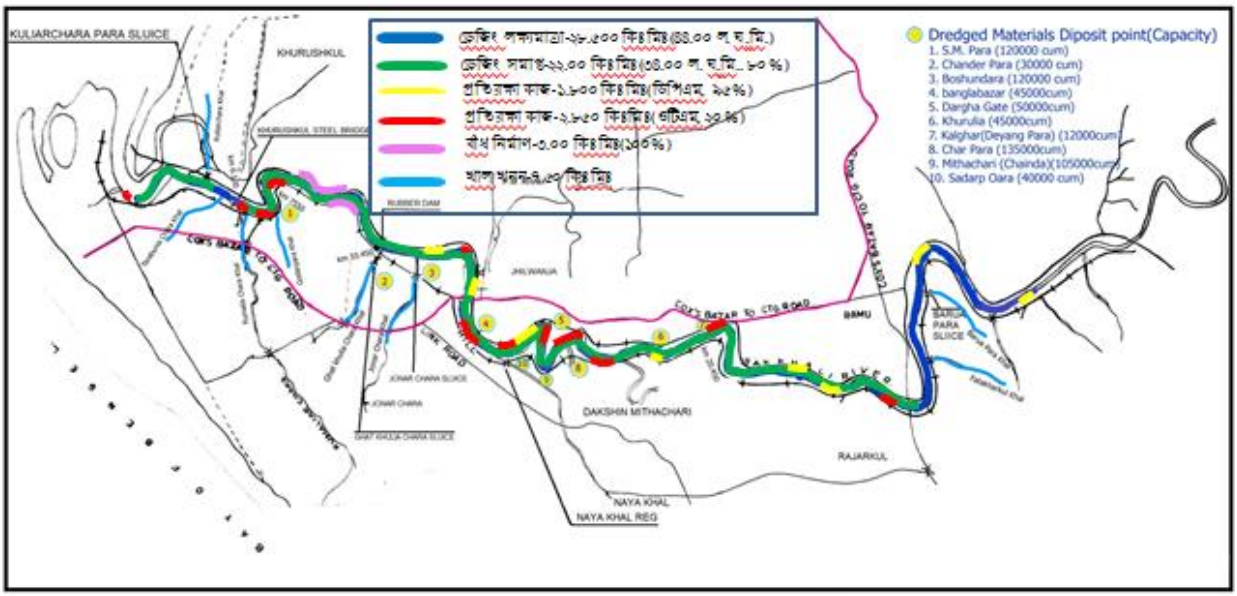

প্রকল্পের ম্যাপ

বাস্তবায়িত কাজের স্থিরচিত্রঃ

সিকদারপাড়া এলাকায় প্রতিরক্ষা কাজ

বাঁকখালী নদীতে চলমান ড্রেজিং কাজ

বাংলাবাজার ব্রীজের কাছে প্রতিরক্ষা কাজ

হাইট্রপি নামক স্থানে প্রতিরক্ষা কাজ